জমজম কূপ : অতীত ও বর্তমান

জমজম কূপে পানির প্রবাহ নিরবধি। পানির সম্মতি বা ঘাটতি নাই। হজ্ব মওসুমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৯ লাখ লিটার পানি তোলা হয় জমজম কূপ হইতে। এই কারণে জমজম নাম হইয়াছে বলিয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকের অভিমত। জমজম কূপ এক সময় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে এই কূপকে তাকাত্তুম বলা হয়। কাকের ঠোকরান দেখিয়ে আব্দুল মোত্তালিব খনন করিয়া জমজম কূপ উদ্ধার করেন। জমজমকূপের উৎপত্তি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাঈলকে কাবার পার্শ্বে অবস্থিত একটি বড় ছায়াদার গাছের নীচে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়া চলিয়া যান। তখন কাম্বা শরীপের স্থানটি একটি উঁচু টিলার মতছিল। পানি শেষ হইয়া গেলে হজরত হাজেরা সাফা-মারওয়ায় ৭ বার পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করেন। শেষ পর্যন্ত কাবার পার্শ্বে আসিয়া দেখেন শিশুপুত্রের পায়ের আঘাতে নীচ হইতে পানি উঠিতেছে। তখন তিনি কূপের মধ্যে বালির বাঁধ দেন এবং মশক ভর্তি করিয়া পানি রাখেন। জমজম কূপ আবিস্কারের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাহা খনন করিয়া ইহাকে প্রশস্ত করিয়া কূপের রূপ দান করেন। হিজরী সাল অনুযায়ী রাসূলুল্লাহের (সঃ) জন্মের ২৫৭২ বছর পূর্বে জমজম কূপের আবির্ভাব ঘটে। এই হিসাবে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে জমজম কূপের উৎপত্তি হয়। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জমজম কূপের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়াছে এবং জমজমের পানি সরবরাহের ব্যাপারে বহু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গৃহীত হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যমীনের উপর সর্বোত্তম পানি হইতেছে জমজমের পানি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কাম্বা শরীফে সাত চক্কর তওয়াফ করিবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামায পড়িবে এবং জমজম কূপের পানি পান করিবে। তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। জমজমের উৎপত্তি হইয়াছে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র ইসমাঈলের সাহায্যের জন্য। হাজার হাজার বছর আগে উষর মরুভূমিতে আল্লাহর হুকুমে জিবরীল (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য এই কূপটি বাহরি করেন। মালেকী মাজহাবে জমজমের পানি দিয়া অজু করাকে উত্তম বলা হইয়াছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এক রেওয়ায়েতে এই পানি দিয়া অজু করাকে মাকরূহ বলা হইয়াছে। মুহিব আত-তাবারী জোর দিয়া বলিয়াছেন, জমজমের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা গেলেও তা দিয়া শরীরের নাপাকী দূর করা জায়েয নয়। অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত জমজমের পানি পান করিবার কারণে ক্ষতি হওয়ার কোন রেকর্ড নেই। যদি ধরিয়াও নেয়া হয় যে, বন্যা বা বৃষ্টির পানিতে ইহাতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে তথাপি সেটি আল্লাহর ইশারায় নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে পানির উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

ইতিহাসে দেখা যায়, বেদুঈনরা তাহাদের পশুকে জমজমের পানি পান করাইত। পশগুলোর গায়ে মারাত্মক রোগ থাকিলেও কিন্তু জমজমের পানি দূষিত হয় নাই। ইহা আগের কালের কথা, যখন জমজম কূপের পরিচ্ছনতার মজবুত ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু এখন সুষ্ঠু পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাসের আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জমজম কূপের উন্নয়নে বহুবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে এবং কূপের সংস্কার করা হইয়াছে। আযরাকী লিখিয়াছেন, ইবনে আব্বাসের আমলে জমজমের পানি পান করিবার জন্য দুইটি হাউজ ছিল। একটি ছিল জমজম কূপ এবং অন্যটি বাবুস সাফা বরাবর অজুর হাউজ। প্রথম হাউজ হইতে দ্বিতীয়টিতে অজুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। কূপ হইতে চামড়ার মশকে করিয়া পানি তুলিয়া দুই হাউজে ঢালা হইত। তখন দুইটি হাউজই কূপের কাছে ছিল এবং মাঝে কোন বেড়া ছিল না। জমজমের হিমাগার মসজিদে হারামের মুসল্লীদেরকে জমজমের ঠান্ডা পানি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে ৩২ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয়ে, বাবুল ফাতহ-এর সোজা উপরে এবং মারওয়া পাহাড় হইতে উত্তরে একটি হিমাগার স্থাপন করা হইয়াছে। প্রধান সড়কের নীচে মসজিদুল হারামের মার্কেট এবং উপরে হইতেছে এই হিমায়িতকরণ কারখানা। এই কারখানায় তাপ নিয়ন্ত্রিত তিনটি কুলার বসানো আছে। তাপমাত্রা কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতে মোট ২ হাজার ৫শম্ব কিলোভোল্ট সম্পন্ন বৈদ্যুতিক এম্পায়ার লাগানো হইয়াছে। গোটা প্রকল্পটির প্রকৌশলগত দিক নির্ধারণ করিয়াছে পাকিস্তানী কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়ন এবং তাহা বাস্তবায়ন করিয়াছে বিন লাদিন কোম্পানী।

বর্তমানে জমজমের পানি বন্টনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হইতেছে। গাড়ী, হুইল গাড়ী কেন ও থার্মস ব্যবহৃত হইতেছে। হারামইন প্রশাসন, অন্য সকল বিভাগের সমন্বয়ে জমজমের পানি বন্টনের কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে। জমজমের পানির রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এই পানিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম রহিয়াছে। এলকালি, বায়োকার্বন এবং হাইড্রোজেনের মওজুদ উত্তম। প্রয়োজনীয় সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্লোরয়েড রহিয়াছে। ইহাছাড়াও পানিতে সালফার এবং নাইট্রিক এসিডের তৈরী লবণের হার সন্তোষজনক। যমযমের পানি উত্তম ও সন্তোষজনক পর্যায়ে রহিয়াছে। অন্যান্য পানির চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় জমজমের পানির ওজনও অপেক্ষাকৃত বেশী। এই কূপ উপর হইতে নীচ পর্যন্ত ৬০ হাত দীর্ঘ এবং নীচের মেঝেতে তিনটি ঝর্ণাধারা বহমান। ঝর্ণাধারাগুলোর একটি হইতেছে হাজারে আসওয়াদ মুখী, একটি সাফা ও জাবালে আবু কোবায়েসমুখী এবং অন্যটি হইতেছে মারওয়াহ পাহাড়মুখী। ২২৩ ও ২২৪ হিজরীতে জমজমের পানি শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন নীচের দিকে আরও ৯ হাত গভীর করিয়া তাহা খনন করা হয় এবং ভিটির পার্শ্বেও কিছুটা খনন করিয়া তাহা চওড়া করা হয় যেন পানির প্রবাহ বাড়ে। ২২৫ হিজরীতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় জমজমের পানির স্তর বৃদ্ধি পায়। পানির গুণাগুণ এবং তাহাকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। দুইটি পাম্বের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ১৬৪.৫ হইতে ২১৭.৩ গ্যালন পানি তোলা সম্ভব হইতেছে জমজম কূপ হইতে। বর্তমানে বালতি দিয়া পানি তোলা হয় না কূপের পার্শ্বে হাজীদের অজু গোসল নাই এবং কূপের পার্শ্বের গর্ত হইতে ভূগর্ভস্থ পানি বাইরে নিক্ষেপের কারণে তাহা জমজমে প্রবেশের কোন সমস্যা নাই। তারপরও কোন কারণে যদি জমজমে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ULTRA VIOLET RAY ব্যবহার করিয়া পানিকে Sterialised বা জীবাণু মুক্ত করা হয়।

জমজম কূপের গভীরতা হইতেছে ৩০.৫ মিটার। ইহার মধ্যে ১৭.৫ মিটার কঠিন পাথরের স্তরের মধ্যে। সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় জমজমের বেজমেন্টের আয়তন ১৩৫ বর্গমিটার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৪৫০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়। মাতাফের নীচে অবস্থিত জমজম ভবনটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং দর্শকদের জন্য অতি কাছে দাঁড়াইয়া জমজম কূপ দেখিবার সুযোগ রহিয়াছে। হজ্জের ভিড়ের সময় ইহাতে আড়াই হাজার মানুষের অবস্থান সম্ভব। জমজম ভবনট দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পুরুষদের, অন্যটি মহিলাদের জন্য। ৩৫০টি কল (ট্যাপ) লাগানো আছে। ফলে প্রতি মিনিটে ৩৫০ ব্যক্তি এবং প্রতিদিন ৫ লাখ লোক হজ্ব মওসুমে ঐসব কল হইতে পানি পান করিতে পারে। মসজিদ ভবনের একতলা, দোতলায় বিভিন্ন স্থানে ৩৮৪টি কল লাগানো আছে। ফলে মসজিদুল হারামে মোট কলের সংখ্যা ৭৩৪টি। জমজম ভবন এবং মসজিদে পানির কলগুলো এমনভাবে বসান আছে যেন জমজমের পানি দিয়া অজু ও গোসল করা না যায়। বর্তমানে, মাতাফ এবং মসজিদে হারামের বিভিন্ন তলায় মোট ৫ হাজার থার্মসে করিয়া জমজমের ঠান্ডা পানি সরবরাহ করা হয়। জমমের পানির তৈরী বরফ দিয়া তাহা ঠান্ডা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জমজমের পানিকে বরফ করিবার জন্য এক কোম্পানীর সাথে চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী জমজমের পানিকে বরফ করিয়া জমজমের বেজমেন্টের আয়তন ১৩৫ বর্গমিটার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৪৫০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়। মাতাফের নীচে অবস্থিত জমজম ভবনটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং দর্শকদের জন্য অতি কাছে দাঁড়াইয়া জমজম কূপ দেখিবার সুযোগ রহিয়াছে। হজ্জের ভিড়ের সময় ইহাতে আড়াই হাজার মানুষের অবস্থান সম্ভব। জমজম ভবনটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি পরুষদের অন্যটি মহিলাদের জন্য। ৩৫০টি কল (টেপ) লাগানো আছে। ফলে প্রতি মিনিটে ৩৫০ ব্যক্তি এবং প্রতিদিন ৫ লাখ লোক হজ্জ মওসুমে ঐ সব কল হইতে পানি পান করিতে পারে। মসজিদ ভবনের একতলা দোতলায় বিভিন্নস্থানে ৩৮৪টি কল লাগানো আছে। ফলে মসজিদুল হারামে মোট কলের সংখ্যা ৭৩৪টি। জমজম ভবন এবং মসজিদে পানির কলগুলো এমনভাবে বসান আছে যেন, জমজমের পানি দিয়া অজু ও গোসল করা না যায়। বর্তমানে, মাতাফ এবং মসজিদে হারামের বিভিন্ন তলায় মোট ৫ হাজার থার্মসে করিয়া জমজমের ঠান্ডা পানি সরবরাহ করা হয়। জমজমের পানির তৈরী বরফ দিয়া তাহা ঠাণ্ডা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জমজমের পানিকে বরফ করিবার জন্য এক কোম্পানীর সাথে চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী জমজমের পানিকে বরফ করিয়া প্রতিদিন তাহা মসজিদে হারামে সরবরাহ করিতেছে। মসজিদের ভেতর মোট ১৩টি স্থানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মসজিদের পরিচ্ছন্নতা এবং অগ্নি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মোটাপানির পাইপ বসানো হইয়াছে। পাইপগুলোকে কূপের পানির ট্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত করা হইয়াছে। মাতাফের নীচে জমজম ভবনটিকে আধুনিক এয়ারকণ্ডিশন ও ভেন্টিলেশন দ্বারা এমনভাবে তৈরী করা হইয়াছে যেন ইহার তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশী না হয়। ইহাতে ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে পরোক্ষ আলো বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাইরের আবহাওয়া হইতে জমজমকে মুক্ত রাখিবার জন্য মাতাফের উপরিভাগের মুখের উপর পরিবর্তন যোগ্য একটি ঢাকনি দেয়া আছে এবং এর উপর আরবীতে বড় অক্ষরে জমজম শব্দটি লেখা রহিয়াছে। রমজান ও হজ্জ মওসুমে জমজমের পানির চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পায়। এই কারণে মসজিদুল হারামের বাবুস সালামের ছাদের উপর নির্মিত পানির ট্যাঙ্কটি পর্যাপ্ত নয় বলিয়া কুদায়ে জমযমের অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণের জন্য বিরাট রিজার্ভার তৈরী করিয়া ১৯৮৭ সালের রমজান মাসে তাহা চালু করা হইয়াছে। মসজিদুল হারামে ১ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৩০০টি ব্যারেল আছে এবং প্রত্যেকটাতে ৪টি করিয়া টেপ আছে। ট্যাপের সাথে স্টীলের মগ শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে যেন লোকেরা পানি পান করিতে পারে। মসজিদুল হারামের দৈনিক একবার ব্যবহার উপযোগী ১ লাখ প্লাস্টিকের গ্লাস ব্যবহার হয়। রমজান ও হজ্জ মওসুমে ৫ লাখ গ্লাস লাগে। পরে সেগুলো ফেলিয়া দেয়া হয়। প্রতিদিন গাড়ীতে করিয়া মদীনার মসজিদে নববীতে ৪০ টন জমজমের পানি পাঠানো হয় এবং তাহা মসজিদে নববীর মুসল্লীদেরকে পান করানো হয়। মসজিদে নববীতে ২ হাজার থার্মসে জমজমের পানি সরবরাহ করা হয় এবং তাহা মসজিদের প্রতি জায়গায় রাখা হয়। রমজান মাসে সৌদী আরবের বিভিন্ন গাড়ীতে করিয়া জমজমের পানি পৌছানোর উদ্দেশ্যের বাদশাহ আবদুল আযীয় পানি সেবা প্রকল্পের আওতায় কুদাই সুড়ঙ্গে মাটির নীচে ও পাহাড়ের উপরে রিজার্ভার নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৪০৩ হিজরীতে সৌদী বাদশাহর এক রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী হজ্জ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ইউনিফাইড জমজম দফতর গঠিত হয়। এই দফতরের মূল লক্ষ্য হইতেছে জমজমের পানি পাত্রে ভর্তি করিয়া মসজিদুল হারামের বাইরের হাজীদের কাছে পৌছানো। এই দফতরের ১০টি শাখা এবং তিনটি সতর্কতামূলক শাখা রহিয়াছে। এছাড়াও এই দফতরের অধীন ৬০টি পানির গাড়ী, ১১টি ভ্যান, ৫০০টি হস্তচালিত হুইল গাড়ী, ৭০০ থার্মস এবং ২০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫ হাজার ক্যান আছে। হাজীদেরকে উপহার দেয়ার জন্য ৫ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত দেড় লাখ ক্যান রহিয়াছে। হাজীদের কাছে গাড়ীতে করিয়া জমজমের পানি পৌঁছানো হয়। আরাফাতেও হাজীদের কাছে জমজমের ঠান্ডা পানি বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। আরব জাহানে যত বাদশাহ সম্রাট বা শাসক আসিয়াছেন সকলেই জমজম কূপের উন্নয়নে গভীর আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়াছেন। আজ জমজম কূপের পানি সেবা বন্টনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ হইতেছে। সৌদী আরব প্রশাসন ও বর্তমানে জমজম কূপের পানি সেবা দিতে সর্বদাই আন্তরিক। জমজম কূপের পানি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পানি। দয়াময় আল্লাহর রহমত, কুদরত বরকতে ভরপুর এই পানি। হাজার হাজার বছরের পরিক্রমায় দুনিয়ার মুসলমান এই পবিত্র পানি পান করিয়া আসিতেছেন। দিন যতই যাইতেছে জমজম কূপের পবিত্র পানির প্রতি মানুষের ভক্তি ভালবাসা নির্ভরতা বাড়িতেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকিবে। ইনশাআল্লাহ।

❑ মাহজাবিন চৌধুরী